ভোরের কাগজ

তারিখ ... NOV. 09 1999 ...
পৃষ্ঠা ৪ ... কলাম ১ ...

উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ব্যাপকহারে ফেলের কারণ ও প্রতিকার

উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিগত কয়েক বছরের পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল
আশাব্যঞ্জক নয়। গড় হিসাবে দেশে ৫০% শিক্ষার্থী প্রতি বছর অকৃতকার্য
হচ্ছে। এতে শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবক মহল মানসিক ও আর্থিক দিক দিয়ে
সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন। কলেজের শিক্ষকসমাজও বিব্রতকর পরিস্থিতির
শিকার হচ্ছেন। এছাড়া দুর্নাম ও লোকনিন্দায় ধৈর্যহারা হয়ে কিছু ছাত্রছাত্রী
আত্মহনন পর্যন্ত করছে। কেউবা পাঠে সমাপ্তি টানছে কেউবা নিরুদ্দেশ হচ্ছে।
অর্থাৎ মোট পরীক্ষার্থীর অর্ধাংশে ফেল করায় গোটা সমাজ এর নেতিবাচক প্রভাবে
ক্রমান্বয়ে অসুস্থ হয়ে উঠছে। বস্তুত এই গরিব দেশটির হাজার হাজার
অভিভাবকের কষ্টার্জিত কোটি কোটি টাকার বার্ষিক এই অর্থশূন্য অপচয় সত্যই
বেদনাদায়ক। অথচ এমন তো হওয়ার কথা নয়। শিক্ষা বোর্ড যাকে উচ্চ
মাধ্যমিক শ্রেণীর উপযুক্ততার সনদপত্র দিলো, ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে কতো
দিকবিদিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কলেজ কর্তৃপক্ষ যাকে ভর্তি করলো, সুদীর্ঘ ২৪
মাস বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী শিক্ষকের কাছে যারা পাঠ গ্রহণ করলো;
নকলের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের এই যুগে তাদের তো ফেল করার কথা
নয়। বিষয়টির গভীরে প্রবেশ করলে অনেক কারণের মধ্যে মৌলিক যে
কারণগুলো সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় তাহলো-

১. মাধ্যমিক পর্যায়ে পরিপক্বতা অর্জন না করা সত্ত্বেও পরীক্ষা পদ্ধতির দুর্বল
ফাঁকফোকড় দিয়ে পাস সনদপত্র অর্জন করা, ২. শ্রেণীকক্ষে অমনোযোগী অথবা
ক্লাসে নিয়মিত অনুপস্থিতি, ৩. ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা ও অনুশীলনের অভাব, ৪.
স্বল্প মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও তদনুযায়ী প্রতিকারমূলক
পদক্ষেপ গ্রহণে শ্রেণী শিক্ষকের অনীহা/দক্ষতার অভাব, ৫. অভিভাবকের
তত্ত্বাবধানের অভাব/অনীহা বা অজ্ঞতা, ৬. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের
উপস্থিতি ও তজ্জনিত শিক্ষা গ্রহণ ও প্রদানের অনুকূল পরিবেশের অভাব এবং
সর্বোপরি- ৭. প্রথম বর্ষের ছয়টি পেপার অধ্যয়ন শেষে দ্বিতীয় বর্ষের পুরা সময়ে
তার অনুশীলন না হওয়া এবং দ্বিতীয় বর্ষের শেষে অপ্রস্তুত অবস্থায় একই সঙ্গে
১২টি পেপারের ওপর পাবলিক পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করা।

আমি মনে করি উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর এই ব্যাপক অকৃতকার্যতার জন্য
শেষোক্ত কারণটি বহুলাংশে দায়ী- এই কারণটির বিষয়ে বিনয়ের সঙ্গে একটি
প্রস্তাব রাখতে চাই-তাহলো উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে উভয় বর্ষেই অধিত পত্রসমূহের
ওপর বোর্ড কর্তৃক পৃথক পৃথক পাবলিক পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করা
এবং উভয় বর্ষের অর্জিত নম্বরের ভিত্তিতেই পরীক্ষার্থীদের ফলাফল ঘোষণা করা।
আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে শিক্ষার্থীরা পড়াশোনায় ফিরে
আসতে বাধ্য হবে এবং ব্যাপক হারে ফেল করার অন্য কারণগুলোর অপনোদনও
ত্বরান্বিত হবে। এর সঙ্গে শিক্ষা অধিদপ্তর নির্দেশিত 'সেমিস্টার পরীক্ষা পদ্ধতি'
প্রতিটি কলেজে অনুসৃত হলে তো-সোনায় সোহাগা।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য বিনীত
নিবেদন জানাই।

এম আবদুর রাজ্জাক
অধ্যক্ষ
বাঁকড়া ডিগ্রি কলেজ
ঝিকরগাছা, যশোর।